

জাতীয় কি-বোর্ডের সরল পাঠ

তারিফ এজাজ

প্রথম প্রকাশ:

৭ মার্চ ২০২১

“তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি।

তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভক্তি॥”

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ:

আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা এস. এম শাহ আলমকে।

স্বত্ব: লেখক

এই বইয়ের লেখা GNU General Public Licence v3.0 এর অধীনে বিতরণযোগ্য।

অধ্যায় এক: জাতীয় লে-আউট

আমরা যেই লে-আউটটি শিখবো সেটা বাংলাদেশের জাতীয় লে-আউট। আমার মতে, ইংরেজীর কথা চিন্তা না করে সরাসরি বাংলা অক্ষরগুলো লেখার চেষ্টা করলে সহজে শেখা যাবে। এই টিউটোরিয়ালের সাথে আমরা একটা বড় লে-আউটের কপিও পাবো, যেটাকে শেখার কাজে আলাদা করে ব্যবহার করা যেতে পারে শুরুর দিকে।

লে-আউটের ছবি:

শুরুতে আমরা লে-আউটের ছবিটা এক ঝলক দেখে নিই। এখানে আপাতদৃষ্টিতে অনেক অক্ষর মনে হলেও বিষয়টা আসলে কঠিন কিছু না।

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	()	-	+	Back Space
~	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০	- ZWNJ	= ZWJ	
←	ং	য়	ত	ফ	ঠ	ছ	ঝ	ঞ	ঘ	ঢ	{	}	
→	ঙ	ষ	ড	প	ট	চ	জ	হ	গ	ড়	[]	\
Caps Lock	ী	খু	উ	ঈ	ঐ	ব	ৱ	।	অ	খ	থ	ধ	:
	্	ঋ	ঊ	ি	ই	ব	ৱ	।	া	আ	ক	ক্ষ	ত
Shift	ং	ৌ	ঔ	ৈ	ঐ	ল	ণ	ষ	শ	<	>	?	Enter
	ঁ	ো	ও	ে	এ	র	ন	স	ম	,	.	/	
Ctrl		Alt								Alt Gr			Ctrl

ছবিসূত্র: [Rifat Hasan Jihan](#)

প্রতিটা key এর সাথে কিছু অক্ষর এবং কিছু কার লেখা আছে। যেমন একটা কি তে আছে অ, া এবং আ। অর্থাৎ এই key টা দিয়ে অ, া এবং আ-কার লেখা যাবে। কি ভাবে কোনটা লেখা যাবে সেটা আলোচনা করার আগে আমরা বাংলা অক্ষরগুলো একবার দেখে নিই:

স্বরবর্ণ গুলো হলো:

অ আ
ই ঈ
উ ঊ
ঋ
এ ঐ
ও ঔ

বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণগুলো হচ্ছে:

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন

পঞ্চম

যন্ত্রাংশ সম্বন্ধে

অনুলিপি ১:

জাতীয় কি-বোর্ড লে-আউটের ছবির দিকে ১০ মিনিট তাকিয়ে থাকুন।

অধ্যায় দুই: ব্যঞ্জনবর্ণ

শুরুতেই আমরা স্বরবর্ণ লেখা শিখবো না, কেননা কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ লেখা স্বরবর্ণের থেকে সোজা। প্রথম যে ব্যঞ্জনবর্ণটি আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে “ক”। কি-বোর্ডের লে-আউটের ছবিটা লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো যে আমাদের ডান হাতের তর্জনী স্বাভাবিকভাবে ঠিক যেই কি-টার উপরে থাকে, সেটাতে চাপ দিলেই আমরা ক লিখতে পারবো:

!	@	#	\$	%	^	&	*	()	-	+	Back Space				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০	- ZWNJ	= ZWJ					
↵	ং	য়	ঢ	ফ	ঠ	ছ	ঝ	ঞ	ঘ	ঢ়	{	}				
	ঙ	য	ড	প	ট	চ	জ	হ	গ	ড়	[]	\			
Caps Lock	ী	খ	উ	ঈ	ঐ	ভ	ব	।	অ	খ	থ	ধ	ন	:	"	Enter
	্	খ	উ	ঈ	ঐ	ব	ব	।	া	আ	ক	ক্ষ	ত	ৎ	দ	;
↑ Shift	ঃ	ৌ	ঔ	ৈ	ঐ	ল	ণ	ষ	শ	<	>	?	/			↑ Shift
	ঁ	ৗ	ো	ও	ে	এ	র	ন	স	ম	,	.	:	/		
Ctrl			Alt									Alt Gr				Ctrl

এখানে লক্ষণীয় যে, ছবিতে “ক” লেখা আছে key-এর বাম পাশের নিচের কোণায়, এইভাবে কেন লেখা সেটা আমরা একটু পরেই বুঝতে পারবো, তবে তার আগে “থ” লিখি। “থ” লিখতে হলে আমাদের দুইটা কি-তে চাপ দিতে হবে। প্রথমে আমরা বাম হাতের কোণার অঙ্গুল দিয়ে Shift key টা ধরে রেখে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ক লেখার সময় যেই key-টা চাপ দিয়েছিলাম সেটা আবার চাপ দিবো, তাহলেই “থ” লেখা হয়ে যাবে।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, শুরুতে আমরা ঠিকভাবে আমাদের দুই হাত কি-বোর্ডের উপরে রাখবো, তারপর:

ক লিখতে আমরা ডান হাতের তর্জনী যেই key-টার উপরে আছে সেটাকে প্রেস করবো।

থ লিখতে আমরা বাম হাতের কোণার অঙ্গুল (কনিষ্ঠা) দিয়ে Shift key চেপে রেখে ডান হাতের তর্জনী যেই কি-টার উপরে আছে সেটা আলতো চাপ দিবো।

এবার আমরা কয়েকবার ক আর থ ওলটপালট করে লেখার চেষ্টা করি। কারণ একই ধরনের কাজ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বারবার করতে হবে।

কথ লেখা শেখার পর আমরা শিখি ত আর থ লিখতে চাই। পদ্ধতি আগের মতোই অনেকটা। প্রথমে আমরা ত লেখা শিখি। ত টা ছবিতে কোথায় আছে একবার দেখে ফেলি, এরপর লিখতে বসি। ছবিতে আমরা দেখলাম যে কথ এর ডানপাশের কি-টাই তথ। ত টা কি-এর বামপাশে নিচে লেখা আর থ টা কি-এর বামপাশে উপরে লেখা। একই জিনিস আমরা কথ লেখার সময়েও লক্ষ্য করেছিলাম যে ক টা key-এর বাম পাশে নিচে লেখা আর থ টা key-এর বাম পাশে উপরে লেখা। এটা এভাবে লেখার কারণ হচ্ছে, নিচের অক্ষরটা লিখতে কেবল ঐ কি-তে চাপ দিলেই হয়। আর উপরের অক্ষরটা লিখতে ঐ কি-তে চাপ দেওয়ার আগে Shift key চেপে ধরে রাখতে হয়। ব্যাপারটা আমরা চেষ্টা করে দেখি ত আর থ এর বেলায়:

ত লেখার জন্য আমরা আমাদের ডান হাতের মধ্যমা যেখানে স্বাভাবিকভাবে রাখি সেই কি-তে স্পর্শ করবো শুধু।

থ লেখার জন্য আমরা বাম হাতের কোণার অঙ্গুল (কনিষ্ঠা) দিয়ে Shift key চেপে রেখে আমাদের ডান হাতের মধ্যমা যেখানে স্বাভাবিকভাবে থাকে সেখানে স্পর্শ করবো।

ব্যাস, বাংলা ভাষার ৩৪ টা অক্ষর লেখার মূলমন্ত্র আমরা এখন শিখে গেছি। বলা যায়, প্রায় সব ব্যঞ্জন বর্ণই আমরা একই পদ্ধতিতে এখন লিখতে পারবো।

তাহলে সংক্ষেপে ব্যঞ্জনবর্ণগুলো লিখতে হয় এভাবে:

গ লেখার জন্য আমাদের ডান হাতের অনামিকা এক লাইনে উপরে উঠিয়ে প্রেস করবো।

ঘ লেখার জন্য আমরা বাম হাতের কোণার আঙ্গুল (কনিষ্ঠা) দিয়ে Shift key চেপে রেখে আমাদের ডান হাতের অনামিকা এক লাইন উঠিয়ে প্রেস করবো।

ঙ লেখার জন্য বাম হাতের কনিষ্ঠা এক লাইন উপরে উচিয়ে চাপ দিবো।

জ লেখার জন্য ডান হাতের তর্জনী স্বাভাবিকভাবে যে জায়গায় থাকে সেখান থেকে এক লাইন উপরে সোজাসুজি উঠিয়ে চাপ দিবো।

ঝ লেখার জন্য আমরা বাম হাতের কোণার আঙ্গুল (কনিষ্ঠা) দিয়ে Shift key চেপে রেখে জ এর মতই ডান হাতের তর্জনী স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক লাইন উচু করবো এবং চাপ দিবো।

চ লেখার জন্য আমরা ডান হাতের তর্জনীর ব্যবহার করবো। তর্জনী স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক লাইন উচিয়ে হালকা বামে নিয়ে আমরা চাপবো।

ছ লেখার জন্য আমরা বাম হাতের কোণার আঙ্গুল (কনিষ্ঠা) দিয়ে Shift key চেপে রেখে চ লেখার মতো ডান হাতের তর্জনী স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক লাইন উচিয়ে হালকা ডানে নিয়ে চাপবো।

ঞ লেখার জন্য বাম হাতের কোণার আঙ্গুল (কনিষ্ঠা) দিয়ে Shift key চেপে রেখে ডান হাতের মধ্যমা এক লাইন উচিয়ে সোজাসুজি চাপ দিবো।

ট লেখার জন্য বাম হাতের তর্জনী স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক লাইন উপরে উঠিয়ে হালকা ডানে নিয়ে আমরা চাপবো।

ঠ লেখার জন্য ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি চেপে বাম হাতের তর্জনী স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক লাইন উপরে উঠিয়ে হালকা ডানে নিয়ে চাপবো।

ড লেখার জন্য বাম হাতের মধ্যমা সরাসরি উপরের দিকে সোজাসুজি নিয়ে চাপ দিলেই হবে।

ঢ লেখার জন্য ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি চাপ দিয়ে বাম হাতের মধ্যমা সরাসরি উপরের দিকে সোজাসুজি নিয়ে চাপ দিলেই হবে।

ণ লেখার জন্য বাম হাতের তর্জনী স্বাভাবিক লাইন থেকে এক লাইন নিচে নামিয়ে হালকা ডান দিকে নিয়ে চাপ দিবো।

ন লেখার জন্য ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি চাপ দিয়ে বাম হাতের তর্জনী স্বাভাবিক লাইন থেকে এক লাইন নিচে নামিয়ে হালকা ডান দিকে নিয়ে চাপ দিবো।

দ লেখা সহজ, ডান হাতের অনামিকা স্বাভাবিকভাবে যে জায়গায় থাকে, সেখানে আলতো চাপ দিলেই হবে।

ধ লেখার জন্য বাম হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি চেপে ধরে ডান হাতের অনামিকা স্বাভাবিকভাবে যে জায়গায় থাকে, সেখানে আলতো করে চাপ দিলেই হবে।

প লেখা খুব সহজ, বাম হাতের তর্জনী স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক ঘর সোজাসুজি উঠিয়ে চাপ দিলেই হবে।

ফ লেখার জন্য ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি চাপ দিয়ে বাম হাতের তর্জনী স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক ঘর উঠিয়ে চাপ দিতে হবে।

ব লেখা পানিভাত, বাম হাতের তর্জনী যে ঘরে স্বাভাবিকভাবে থাকে, সেই ঘরটাতে হালকা চাপ দিলেই হবে।

ভ লেখার জন্য ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি তে চাপ দিয়ে বাম হাতের তর্জনী স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে, সেখানে চাপ দিলেই হবে।

ম লেখার জন্য ডান হাতের তর্জনী স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে তার থেকে সোজাসুজি এক ঘর নিচে নিয়ে চাপ দিবো।

স লেখার জন্য ডান হাতের তর্জনী স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে তার থেকে এক ঘর নিচে হালকা বামে নিয়ে চাপ দিবো।

অনুশীলনী ২:

উপরের অক্ষরগুলো লিখতে পারলে এখন আমরা নিচের অক্ষরগুলো নিজে থেকে লেখার চেষ্টা করি:

ল, র, ড়, ঢ়, শ, ষ, ণ।

অধ্যায় তিন: স্বরবর্ণ

আগের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমরা ড আর ঢ এক লাইনে লিখেছি, জ আর ঝ এক লাইনে আলাদা করে লিখেছি, একইভাবে, দ আর ধ এবং ব আর ভ একসাথে লিখেছি। এইভাবে লেখার কারণ কি-বোর্ডে এই দুইটা অক্ষর আমরা একই কি ব্যবহার করে লিখেছি। লে-আউটের ছবিটা আবার দেখি:

!	@	#	\$	%	^	&	*	()	-	+	Back Space		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০	- ZWNJ	= ZWJ			
←	→	ং	য়	ঢ	ফ	ঠ	ছ	ঝ	ঞ	ঘ	ঢ়	{	}	
↩	↪	ঙ	য	ড	প	ট	চ	জ	হ	গ	ড়	[]	\
Caps Lock	ী	ঋ	ূ	ঊ	ঋ	ঌ	ূ	ৄ	৅	৆	ে	:	"	Enter
	্	ঋ	ূ	ঊ	ঋ	ঌ	ূ	ৄ	৅	৆	ে	:	"	↩
Shift	ঃ	ৌ	ঔ	ৈ	ঐ	ল	ে	ণ	ষ	শ	<	>	?	Shift
	়	ো	ও	ে	এ	র	ে	ন	স	ম	,	.	/	
Ctrl		Alt									Alt Gr			Ctrl

এবার আমরা স্বরবর্ণ লিখবো। লে-আউট লক্ষ্য করলে দেখি অ এবং আ, ই এবং ঈ, উ এবং ঊ, এ এবং ঐ, ও এবং ঔ একই কি দিয়ে লেখা যাবে। স্বরবর্ণ লিখতে হবে নিচের পদ্ধতিতে:

অ - বাম হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি চাপ দিয়ে ডান হাতের তর্জনী স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে তার থেকে এক ঘর ডান দিকে নিয়ে চাপ দেই।

আ - ডান হাতের বুড়া আঙ্গুল দিয়ে alt কি তে চাপ দিয়ে ডান হাতের তর্জনী স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে তার থেকে এক ঘর ডানে নিয়ে চাপ দেই।

ই - লিখতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট চেপে বাম হাতের মধ্যমা স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে সেখানে চাপ দিতে হবে।

ঈ - লিখতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট আর ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট চেপে বাম হাতের মধ্যমা স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে সেখানে চাপ দিতে হবে।

উ - লিখতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট চেপে বাম হাতের অনামিকা স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে সেখানে চাপ দিতে হবে।

ঊ - লিখতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট আর ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট চেপে বাম হাতের অনামিকা স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে সেখানে চাপ দিতে হবে।

ঋ - লিখতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট চেপে বাম হাতের কনিষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে যেখানে থাকে সেখানে রেখে চাপ দিবো।

ঐ - লিখতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট চেপে বাম হাতের মধ্যমা স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে সেখানে থেকে এক ঘর সোজাসুজি নামিয়ে চাপ দিতে হবে।

ঔ - লিখতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট আর ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট চেপে বাম হাতের মধ্যমা স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে সেখান থেকে এক ঘর সোজাসুজি নামিয়ে চাপ দিতে হবে।

ও - লেখার জন্য ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট কি-তে চাপ দিয়ে বাম হাতের অনামিকা স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক ঘর নিচে নামিয়ে চাপ দিতে হবে।

ঔ - লেখার জন্য ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অল্ট কি আর ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি চাপ দিয়ে বাম হাতের অনামিকা স্বাভাবিক জায়গা থেকে সোজাসুজি এক ঘর নিচে নামিয়ে চাপ দিতে হবে।

অনুশীলনী ৩:

সবগুলো স্বরবর্ণ এক লাইনে লিখে ফেলুন:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঐ ও ঔ

অধ্যায় চার: কার

এখন আমরা কার ব্যবহার করা শিখবো। উদাহরণ হিসেবে আমরা ক এর সাথে সবগুলো কার দিয়ে দেখবো:

কা: ক লিখে ডান হাতের তর্জনীটা স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক ঘর ডান দিকে নিবো।

কি: ক লিখে বাম হাতের মধ্যমা স্বাভাবিকভাবে যেখানে থাকে সেখানে রেখে চাপ দিবো।

কী: ক লিখে ডান হাতের শিফট কি-তে চাপ দিয়ে বাম হাতের মধ্যমা স্বাভাবিকভাবে যেখানে থাকে সেখানে রেখে চাপ দিতে হবে।

কু: ক লিখে বাম হাতের অনামিকা যেখানে স্বাভাবিকভাবে থাকে সেখানে চাপ দিবো।

ক্ব: ক লিখে ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে শিফট কি-তে চাপ দিয়ে বাম হাতের অনামিকা যেখানে স্বাভাবিকভাবে থাকে সেখানে চাপ দিবো।

ক্: ক লিখে বাম হাতের কনিষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে যে কি-তে থাকে সেখানে চাপ দিবো।

কে: ক লিখে বাম হাতের মধ্যমা স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক ঘর নিচের দিকে নিবো।

কৈ: ক লিখে ডান হাতের শিফট কি-তে চাপ দিয়ে বাম হাতের মধ্যমা স্বাভাবিকভাবে যেখানে থাকে সেখান থেকে এক ঘর নিচে রেখে রেখে চাপ দিতে হবে।

কো: ক লিখে বাম হাতের অনামিকা স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক ঘর নিচের দিকে নিবো।

কৌ: ক লিখে ডান হাতের শিফট কি-তে চাপ দিয়ে বাম হাতের অনামিকা স্বাভাবিকভাবে যেখানে থাকে সেখান থেকে এক ঘর নিচে রেখে রেখে চাপ দিতে হবে।

অনুশীলনী ৪:

এখন আমরা নিচের লাইনগুলো লাইনগুলো লেখার চেষ্টা করি:

খা খি খী খু খূ খ্ খে খৈ খো খৌ
মা মি মী মু মূ ম্ মে মৈ মো মৌ
যা যি যী যু যূ য্ য়ে য়ৈ যো যৌ

অধ্যায় পাঁচ: যুক্তাক্ষর

সাধারণত দুটি বা তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ একসাথে হয়ে যুক্তবর্ণের সৃষ্টি হয়। যুক্তবর্ণ লেখার জন্য আমাদেরকে দুটি জিনিস জানতে হবে:

১. আমরা যে যুক্তবর্ণটি লিখতে যাচ্ছি সেটি কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণের স্বম্বন্ধে তৈরী।
২. দুটি বর্ণকে আমরা কিভাবে জোড়া লাগাবো।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের বাংলা ভাষাজ্ঞান ব্যবহার করতে হবে। কয়েকটি প্রচলিত যুক্তাক্ষর হলো:

ক্ষ: ক + ষ

জ্ঞ: জ + ঞ

ঞ্চ: ঞ + চ

ক্ষ্ম: হ + ম

জ্য: জ + য

ক্ত: ক + ত

ঋ: ণ + ঠ

এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি করে দুটো ব্যঞ্জনবর্ণকে জোড়া দিচ্ছি। এটার জন্য প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণটিকে লেখার পর বাম হাতের তর্জনীটি স্বাভাবিক জায়গা থেকে এক ঘর ডানে সরিয়ে চাপ দিয়ে দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণটি লিখতে হবে। যেমন:

জ্যোতি: জ লিখে বাম হাতের তর্জনীটি এক ঘর বামে সরিয়ে চাপ দিতে হবে, এরপর য লিখতে হবে, তারপর ও কার দিয়ে ত এ হ্রস্ব ই কার দিতে হবে।

অনুশীলনী ৫:

আমরা যুক্তাক্ষরসহ নিচের শব্দগুলো লিখবো:

সম্প্রীতি, যুক্তাক্ষর, অন্তর্যামী, শীতলক্ষ্যা, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, চর্যাপদ।

অধ্যায় ছয়: এবং চন্দ্রবিন্দু

তা হলে বাকি থাকলো প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার শেষ চার সদস্য, অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু এবং খন্ড-ত। দেখে নিই তা হলে:

অনুস্বার: ডান হাত দিয়ে শিফট চেপে বাম হাতের কনিষ্ঠাটি স্বাভাবিক ঘর থেকে উপরে নিতে হবে।

বিসর্গ: ডান হাত দিয়ে শিফট চেপে বাম হাতের কনিষ্ঠাটি স্বাভাবিক ঘর থেকে এক ঘর নিচে আনতে হবে।

চন্দ্রবিন্দু: বাম হাতের কনিষ্ঠাটি স্বাভাবিক ঘর থেকে এক ঘর নিচে আনতে হবে।

খন্ড-ত: শিফট চেপে ত লিখতে হবে। অর্থাৎ ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলে শিফট চেপে ডান হাতের মধ্যমাটি স্বাভাবিকভাবে যে ঘরে থাকে সেখানে চাপ দিতে হবে।

অনুশীলনী ৬:

বাংলা ভাষায় কম্পিউটারে লেখার মূলনীতি এখন আপনার নখদর্পণে। আপনি এখন পারবেন বাংলাকে চিরকালের জন্য টিকিয়ে রাখতে ও এগিয়ে নিতে। তা হলে দেরি না করে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের “বিদ্রোহী” কবিতার নিচের লাইনগুলো লিখে ফেলুন:

বল বীর -

বল উন্নত মম শির!

শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!

বল বীর -

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'

ভুলোক দুলোক গোলক ভেদিয়া

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,

উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতর!

মম ললাটে রুদ্র ভগবান অলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!

ফরম্যাট নিয়ে ভাবার দরকার নেই। বীরের বেশে লাইনগুলো লিখে ফেললেই হবে।